প্লাস্টার

প্লাস্টার বাড়ির আস্তরণের পাশাপাশি বাড়ির দেয়ালকে এবং সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তোলে। প্লাস্টার করার পর কাঠামো মজবুত ও মসৃণ হয় এবং আবহাওয়ার ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে কাঠামোকে রক্ষা করে।তাই এর উপর যথেষ্ট নজর দেওয়া দরকার।

প্লাস্টারের জন্য যে চিকন বালু ব্যবহার করা এবং এটি স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায়।

প্লাস্টার করার নিয়ম

- প্লাস্টার করার পূর্বে আর.সি.সি আর ব্রিকের সারফেস ভাল করে পরিষ্কার পানি দিয়ে ভিজাতে হবে।
- আর.সি.সির সারফেসে চিপিং করে গ্রাউটিং দিতে হবে।
- ইটের গাঁথুনির কাজের সকম জয়েন্ট ১/২'' গভীরতা পর্যন্ত চেছে পরিষ্কার করতে হবে।
- থিকনেস ঠিক রাখার জন্য সাধারণ/প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ব্রিকওয়ালে ০.৭৫ ইঞ্চি ও আর.সি.সি সারফেসে ০.৫ ইঞ্চি পুরুত্বে প্লাস্টার করতে হবে।
- প্লাস্টারের পুরুত্ব ১/২'' এর বেশি হলে তা দুই স্তরে করতে হবে;
- কোন অবস্থাতেই প্লাস্টারে দীর্ঘক্ষণ ফেলে রাখা শুকিয়ে যাওয়া মসলা ব্যবহার করা যাবেনা।
- প্লাস্টার করার ২৪ ঘন্টা পর কমপক্ষে ৭দিন দিনে ৩-৪বার করে কিউরিং করতে হবে।

মিস্ত্রী যেন সারাদিন কাজের জন্য একবারে একসাথে মসলা তৈরী না করে সেই খেয়াল রাখতে হবে।

প্রচলিত মশলার অনুপাত

আমাদের দেশে বাড়ি নির্মাণ কাজে সাধারণত সিমেন্ট প্লাস্টার ব্যবহার করা হয়।

- ইটের গাঁথুনির কাজ প্লাস্টারের জন্য সাধারণত ১ ভাগ সিমেন্ট ৬ ভাগ বালু
- রি-ইনফোর্সড কংক্রিটের কাজ প্লাস্টারের জন্য সাধারণত ১ ভাগ সিমেন্ট ও ৪ ভাগ বালু মিশ্রিত করে মসলা বা মর্টার তৈরি করা হয়।

পয়েন্টিং

ইট বা পাথরের গাঁথুনির কাজকে দৃষ্টি নন্দন করার জন্য অনেক ক্ষেত্রে প্লাস্টারের পরিবর্তে পয়েন্টিং করা হয়।

- পয়েন্টিং এ রকাজ এমন ভাবে করতে হবে যাতে মশলা জয়েন্টের ভেতর দিয়ে বৃষ্টির পানি বা আর্দ্রতা প্রবেশ করতে না পারে।
- ইট বা পাথরের গাঁথুনির জয়েন্টের মসলা ১/২'' গভীর পর্যন্ত চেছে ফেলে দিয়ে উন্নতা মানের মসলা দিয়ে পয়েন্টিং এর কাজ করা হয়।
- ভাল বন্ডিং এর জন্য গাঁথুনির জয়েন্ট এ মসলা কাঁচা থাকা অবস্থায় পয়েন্টিং এর কাজ করা উচিত।
- পয়েন্টিং এর আগে দেওয়ালের সারফেস ভাল করে পরিষ্কার পানি দিয়ে ভিজাতে হবে।

প্রচলিত মশলার অনুপাত

আমাদের দেশে বাড়ি নির্মাণ কাজে সাধারণত সিমেন্টের মসলা ব্যবহার করা হয়।

২বা ৩ ভাগ বালুর সাথে ১ ভাগ সিমেন্ট মিশিয়ে পয়েন্টিং এর মশলা বা মর্টার তৈরি করা হয়।